যুগান্তর

0 5 FEB 2015
২০ ... ৭

নষ্ট ৪৮০ কোটি শ্রেণী-ঘণ্টা

মুসতাক আহমদ

অনির্ধারিত ছুটিতে যদি একটি দিন শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে, তবে শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ১৬ কোটি 'শ্রেণী-ঘণ্টা' ক্ষতি হয়। সেই হিসাবে বিগত ৩০ দিনের লাগাতার অবরোধে ৪৮০ কোটি শ্রেণী-ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে।

অন্য এক হিসাব অনুযায়ী, গত এক মাসের টানা অবরোধে কেবল আর্থিক বিচারেই অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা গচ্চা গেছে। এই অর্থের মধ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকা সরকারি বার্ষিক বাজেটের। অভিভাবকদের পকেট থেকে গেছে বাকি টাকা।

- শিক্ষাবিদরা বলছেন, এই ক্ষতি অপরিমেয়
- শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, ক্ষতি কাটাতে ৩০ বছর লাগবে

তবে শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষার এই ক্ষতি 'শ্রেণী-ঘণ্টা' (একজন ছাত্র যতক্ষণ শ্রেণীকক্ষে পাঠ গ্রহণে নিয়োজিত থাকে) বা 'টাকার অংকে' হিসাব-নিকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ক্ষতি অপরিমেয়। কেবল চিন্তা ও জ্ঞান অর্জনের দিক থেকেই শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে যাচ্ছে না, কোমলমতি শিক্ষার্থী চোখের সামনে জ্বালাও-পোড়াও দেখে মানসিকভাবে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। এতে তার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি হবে। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা ও কর্মে তা প্রকাশ পাবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তুলনামূলক বড়। কিছুটা হলেও পরিস্থিতিটা বোঝে তারা। কিন্তু তাদের চেয়ে কম বয়সী শিক্ষার্থীরা যখন চোখের সামনে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা দেখে, তখন তা তাদের মানসিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মনে করেন, গত এক মাসের অবরোধ-হরতালে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা ৩০ বছরেও পূরণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি ধাক্কা খায়, তাহলে তাদের মন ভেঙে পড়ে, উদ্বেগের মধ্যে থাকে। এর প্রভাব তাদের ওপর ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই আওয়ামী লীগ হোক, বিএনপি হোক, জাতীয় পার্টি হোক— সবার প্রতি আহ্বান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না।

অনির্ধারিত ছুটিতে ক্লাস বন্ধ থাকলে তাতে শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রভাব নিয়ে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর এই গবেষণায় পেয়েছেন, অনির্ধারিত ছুটিতে ক্লাস কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ বছর এখন পর্যন্ত ১৬ কোটি 'শ্রেণী-ঘণ্টা' নষ্ট হয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে এই 'বছর' গণনা করা হয়।

জানতে চাইলে ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, "অনির্ধারিত ছুটি বলতে আমরা শিক্ষার্থীর যে দিনগুলোতে শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হরতাল-অবরোধ-ধর্মঘট ইত্যাদি কারণে যেতে পারেনি, সেই দিনগুলোকে বুঝে থাকি। শিক্ষা বিভাগকে 'ভ্যাকেশনাল ডিপার্টমেন্ট' (ছুটিনির্ভর বিভাগ) হিসেবে দেখা হয়। শিক্ষাপঞ্জি তৈরিকালে নীতিনির্ধারকরা সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি বাদ দেন। এরপর যে ক'টি দিন থাকে সেই দিনগুলোতে ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু এসব দিনে ক্লাস না হলেই তাকে আমরা 'অনির্ধারিত ছুটি' বুঝি।" তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের চাকরি, ভর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা বৈশ্বিকভাবে হয়ে থাকে। তাই অনির্ধারিত ছুটির ফাঁদে পড়লে শিক্ষার্থী বিশ্বের অন্যান্য দেশে তার সমবয়সীর তুলনায় পিছিয়ে যায়। ব্যক্তি শিক্ষার্থীর পেছানোর বিষয়টি সামষ্টিকভাবে জাতিগত হয়ে যায়।

সরকারি হিসাবে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৪ কোটি ৪৪ লাখ নষ্ট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

নষ্ট : ৪৮০ কোটি শ্রেণী-ঘণ্টা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রী রয়েছে। দশম শ্রেণীতে রয়েছে বর্তমানে অন্তত সাড়ে ১৫ লাখ ছাত্রছাত্রী। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে রয়েছে আরও অন্তত ২০ লাখ। উচ্চশিক্ষা স্তরে লেখাপড়া করছে অন্তত ২৫ লাখ। সব মিলিয়ে ৫ কোটির বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এদের বাইরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আরও ২৮ লাখ।

দেশের 'শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রধানত দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তদারকি হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা— এই দুটি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে সর্বমোট ২৯ হাজার ২২৬ কোটি ২০ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এক মাসে এ খাতে তাই সরকারি ব্যয় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। অপরদিকে যে ৫ কোটি ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের প্রত্যেকের পেছনে যদি দেড় হাজার টাকা করে প্রতি মাসে খরচ করতে হয়, তাহলে এ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক মাসের অবরোধে শিক্ষা খাতে ক্ষতি দাঁড়াল প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত এক মাসে ক্লাস কার্যক্রম হয়নি। কিন্তু সরকারের ব্যয় ঠিকই হয়েছে। আর অভিভাবকরা বলছেন, তাদের সন্তানরা এক মাস ধরে স্কুলে না গেলেও স্কুলের বেতনসহ অন্যান্য খরচ যথারীতি পরিশোধ করতে হয়েছে।

ধানমণ্ডি একটি স্কুলের ছাত্র মাহিয়ান ও মাসিয়াতের মা সিমি আকতার জানান, 'তার বাচ্চাদের স্কুল ছিল সকাল ৮টায়। স্কুলে যাওয়ার জন্য ওরা আগে ৬টায় ঘুম থেকে উঠত। দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া শেষে বিশ্রাম নিত। বিকালে খেলাধুলা শেষে সন্ধ্যায় শিক্ষকের বাসায় যেত। রাত ৮টায় ফিরে ১০টা পর্যন্ত আবার পড়াশোনা। এরপর রাতের ঘুম। কিন্তু এখন ঘুম থেকে কখনও ৯টা আবার কখনও ১০টায় ওঠে। এমনও দিন যায় যেদিন তারা নাস্তা আর দুপুরের খাবার একসঙ্গে খায়। সারাদিন বাসায় বসে কখনও মোবাইল বা কম্পিউটারে ভিডিও গেমস খেলে। আবার কখনও টেলিভিশনে কার্টুন দেখে। আগের মতো রাত ১০টায় তাদের বিছানায়ও নেয়া যাচ্ছে না। স্কুলে যেতে হয় না বলে তাদের এখন টেবিলেও বসানো যাচ্ছে না। এমনকি রাস্তায় ঝুঁকি থাকায় নিয়মিত শিক্ষকের বাসায়ও নিয়ে যাই না। আমার ছেলেদের গোটা জীবনযাপন পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। লেখাপড়া তো প্রায় বন্ধই।'

জানা গেছে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরই জীবনযাপন পদ্ধতিতে এই পরিবর্তনটা এসেছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে এসএসসি ও এইচএসসির পরীক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোথাও কোথাও পরীক্ষা হচ্ছে। তবে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানেই ক্লাস হচ্ছে না। এমনিভাবে গোটা শিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, এই সমস্যার আশু সমাধান না হলে বড় সংকট তৈরি হবে। সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষা নিতে হবে। বড় সংকট হবে এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে। যদি কোনোভাবে মার্চে এসএসসি শেষ না করা যায়, তাহলে এপ্রিলের এইচএসসি পরীক্ষাও পেছাতে হবে। কেননা ঘোষিত রুটিন অনুযায়ী ১০ মার্চের মধ্যে লিখিত ও ১৮ মার্চের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করতে হবে। এরপর ১ এপ্রিল রয়েছে এইচএসসি পরীক্ষা।